উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বুধবার ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ২৬ সংখ্যা

শান্তির পথে

চলতি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি হয়ে গেল সিঙ্গাপুরে। যে দুই রাষ্ট্রনেতার বিবাদে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা করছিল গোটা বিশ্ব, সেই দুই রাষ্ট্রপ্রধান ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কিম জং উন নিজেদের মধ্যে বৈঠক সারলেন। শুধু বৈঠক করাই নয়, আমেরিকা এবং উত্তর কোরিয়ার মধ্যে চুক্তিতেও স্বাক্ষর করলেন দুই নেতা। আপাতত দৃষ্টিতে এবং বাহ্যিকভাবে দুই নেতার বৈঠককে সফল বলছে বিশ্বের অনেক দেশই, যদিও এই বৈঠক থেকে বিশ্ব ঠিক কী পাবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে দীর্ঘ বৈঠক শেষ করার পর সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাম্প যা বলেছেন তা নিশ্চিতভাবে বিশ্বকে নতুন করে পারমাণবিক আতঙ্ক থেকে কিছুদিনের জন্য হলেও মুক্ত রাখবে। কিছুদিন শব্দটা এখানে অন্য এক তাৎপর্য বহন করছে। বাস্তবে দুই নেতাই যে ধরনের খামখেয়ালি এবং বদমেজাজি, তাতে সাদাকালো হতে কিংবা রাতদিন হতে বেশি সময় লাগতে নাও পারে। তবে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে পাকাপাকিভাবে নাকি সম্মত হয়েছেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। পাশাপাশি, কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি বজায় রাখতে এবং উত্তর কোরিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাসও দিয়েছেন ট্রাম্প। কিমের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি বজায় রাখার প্রক্রিয়ায় দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধ করা হবে। পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে কিম সম্মত হওয়ার পর ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া– যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান করতে প্রস্তুত দুই দেশ। আর সেই তাগিদের প্রমাণ হিসাবেই যেন দুই নেতার মধ্যে যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা পূর্বপরিকল্পিত নয়, তাঁদের মধ্যে আলোচনার সময়েই এনিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হোয়াইট হাউসেও কিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ট্রাম্প।

বস্তুত, ট্রাম্প–কিম বাগদ্বৈরণে একটা সময় বিশ্বের শান্তি অনেকটাই বিঘ্নিত হতে বসেছিল। যেকোনো সময় ছোট্ট কোনো ফুলকি থেকে বড়ো ধরনের বিস্ফোরণের আশঙ্কায় সিঁটিয়ে ছিল বহু দেশই। কিমের একের পর এক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা, পরমাণু অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা, ক্রমাগত আমেরিকাকে হুমকি এবং তাঁর প্রেক্ষিতে ট্রাম্পের পালটা হুমকির জেরে বিশ্বরাজনীতি সত্যিই যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেইসময় খুব কম রাজনীতিকই ভাবতে পেরেছিলেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলোচনার একই টেবিলে বসতে পারবেন কখনও। কিন্তু সেটাই শেষপর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। তবে এই সম্ভব হওয়ার রাস্তা যে মোটেই সহজ ছিল না তা স্বীকার করেছেন দুই নেতাই। প্রাথমিকভাবে আলোচনার জন্য সম্মত হলেও আচমকাই পরিস্থিতি ফের জটিল হয়ে গিয়েছিল। তবে ট্রাম্প–কিম বৈঠকের বিশ্বজোড়া তাৎপর্য একটু অন্য ধরনের। বৈঠক বাস্তবিকই সফল হলে কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি ফেরার পাশাপাশি এই অঞ্চলে চিনের আধিপত্য খর্ব হবে। এটা অবশ্যই চিনের পক্ষে ভালো খবর নয়। দুই কোরিয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্কের জেরে এই অঞ্চলে আধিপত্য বাড়ানোর পথে হাঁটতে পারে আমেরিকা। যেহেতু জাপানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভালো তাই গোটা দক্ষিণ এশীয় এলাকায়, বিশেষ করে দক্ষিণ চিন সাগরে দাপট বাড়ানোর যে চেষ্টা চিন শুরু করেছিল তা অবশ্যই বাধাপ্রাপ্ত হবে। বিশ্বের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের সম্ভাবনায় বিশ্ব অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলেছে ট্রাম্প–কিম বৈঠক। বৈঠক শুরুর আগেই বিশ্বের প্রায় সবকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের বাজারে ঊর্ধ্বগতি দেখা দিয়েছে এবং তা প্রায় অব্যাহতই ছিল। ভারতের বাজারও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

দুই রাষ্ট্রনেতা বৈঠক শুরুর আগে সাফল্যের ব্যাপারে ততটা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না সম্ভবত। কিন্তু বৈঠকের পর তাঁরাই জানিয়ে দিলেন বিশ্ব এবার বদলে যাওয়া সম্পর্কের জেরে আমূল পরিবর্তন দেখবে। সেই পরিবর্তন বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতটা সহায়ক ভূমিকা নেবে সেটাই এখন বিশ্বরাজনীতির সবচেয়ে বড়ো আলোচনার বিষয়।

অমৃতধারা

নির্ভীকতা আসে তখন যখন আমরা নিঃস্বার্থ–যোগাভ্যাস করি। যাহারা নিজেকে লইয়া সতত মগ্ন তাহাদের কেবলই ভয় ও দুশ্চিন্তা। আমরা কখনও উদ্‌বিগ্ন হইব না এমন আশা করা সম্ভবপর নয়, যদিও শান্ত হইয়া সাহসের সঙ্গে আমরা দুঃখ বিপদের সম্মুখীন হইতে শিখিব, ইহা সম্ভব। যতদিন আমরা স্বার্থপর এবং নিজের প্রতি দৃঢ়ভাবে আসক্ত হইয়া থাকিব ততদিন আমরা ভগবানের যে আশীর্বাদ নিরাপদ ভাব এবং বিশ্রামরূপে আমাদের কাছে আসে তাহা উপভোগ করিতে পারিব না। যতদিন আমরা মনে করি আত্মনিবেদনের কী প্রয়োজন, আমরা নিজের ভাবেই জীবনযাপন ও কাজ করিয়া যাইব, ততদিন আমাদের সংগ্রামেরও শেষ হইবে না এবং জীবনের লক্ষ্যেও আমরা পৌঁছিতে পারিব না।

আমাদের স্বার্থাবদ্ধ জীবনসত্তা যখন ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয় তখন আমাদের মহৎ, উন্নত, নির্ভীক, ভগবৎ সত্তা নিজেকে প্রকাশিত করে। আমরা যতই নিজেদের ভয় ও স্বার্থের পাশ হইতে মুক্ত করিতে পারিব, ততই আমরা বন্ধনহীন হইয়া শ্রীভগবানের অসীম আশীর্বাদ উপভোগ করিব। শুদ্ধ বুদ্ধির পুণ্য বারিতে আমাদের সকল স্বার্থ ও দুর্বলতাকে ধৌত করিতে হইবে। আন্তরিক আকুলতার সঙ্গে প্রার্থনা করিতে পারিলেই আমরা এই চেষ্টায় সফল হই, কারণ ব্যাকুল হইয়া যখন অবিরত ভগবানকে ডাকি তখন আমাদের ভিতরে এক মহাশক্তির সঞ্চার হয়।

–স্বামী পরমানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২০২২

পাশাপাশিঃ ২। অল্প জায়গায় অনেক পোকার নড়াচড়া ৫। নিকাশি নালা বা ড্রেন ৬। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত অভয়ারণ্য ৮। বংশ বা জনসমষ্টি ৯। দাহ্য পদার্থ লাক্ষা ১১। যে পালিয়ে যেতে চায় ১৩। শ্যালকের পত্নী ১৪। চেতন বা প্রাণবন্ত।

উপর–নীচ ঃ ১। সম্মানের যোগ্য ২। কুচি কুচি করে কাটা মাংস ৩। যন্ত্র বিগড়ে যাওয়া ৪। এই ফলের সংস্কৃত নাম আম্রাতক ৬। এরই আর এক নাম জীবন ৭। জমির খাজনার রসিদ ৮। পাখির বাসা ৯। সাত স্বরের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ১০। জলের যে গভীরতায় মানুষ ডুবে যায় ১১। প্রত্যক্ষ বা সরাসরি নয় ১২। ঢোলের মতোই বাদ্যযন্ত্র ১৩। যে বিচলিত হয় না।

সমাধান ■ ২০২১

পাশাপাশি ঃ ১। ফুলটুসি ৩। আলুনি ৫। বিড়ালতপস্বী ৬। পিঙ্গল ৭। কাবাব ৯। ঋণজর্জরিত ১২। কবন্ধ ১৩। শাগরেদ।

উপর–নীচ ঃ ১। ফুলকপি ২। সিঙাড়া ৩। আড়ত ৪। নিজস্বী ৫। বিল ৭। কাত ৮। বরবাদ ৯। ঋত্বিক ১০। জন্মান্ধ ১১। রিকশা।

রবীন্দ্রনাথ কর্ম আর ঘর্ম, দুটোকেই গ্রহণ করেছিলেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নিশীথে' গল্পে লিখছেন, 'আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত। কিন্তু গঙ্গা হইতে কুবির পানসির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।'

সেই বাগান আজও আছে। মনে হয় সেই বাগানই। একটু জীর্ণ হয়েছে। সমঝদার মানুষেরা সব চলে গেছেন। এসেছেন ব্যবসাদারেরা। একাল সেকালকে ভাঙতে চায়। তবু আছে। হাতবদল হয়েছে। বিশাল গেট ঠেলে অনুমতি নিয়ে ঢোকা যায়। মোরাম বিছানো পথ। সেই বকুল। বাঁধানো বেদি। তাকিয়ে থাকি। রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে উঠে আসেন দক্ষিণাচরণবাবুর রুগ্ন স্ত্রী।

'আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলার প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলুম। দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ। হঠাৎ চেতনা আসে, দক্ষিণাচরণবাবুর মতো আমিও হ্যালুসিনেসানে আক্রান্ত। হয়তো কেউ শুয়ে আছে! শুয়ে আছে অসুস্থ বর্তমান। গ্রীষ্মের বাতাস পলিউশানে ভারী।

'ঘনসুগন্ধপূর্ণ' নয়, ডিজেলগন্ধী। নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে কলের ধোঁয়া। চাঁদ ওঠে। রুপোলি আলোর বদলে পাই পিত্তবর্ণের আলো। এখন ভয় করে। এখন আর আনন্দে নয় বলি মহা আক্ষেপে, মরিয়া হয়ে কবি যা বলেছিলেন সাধকোচিত বীরত্বে––

'নাই রস নাই দারুণ দহনবেলা
খেলো খেলো তব নীরব ভৈরব খেলা
যদি ঝরে পড়ে পড়ুক পাতা
ম্লান হয়ে যাক মালা গাঁথা
থাক জনহীন পথে পথে মরীচিকাজাল ফেলা
শুষ্ক ধূলায় খসে–পড়া ফুলদলে
ঘূর্ণী আঁচল উড়াও আকাশতলে
প্রাণ যদি কর মরসুম তবে তাই
হোক–হে নির্মম
তুমি একা আর আমি একা
কঠোর মিলনমেলা।

রবীন্দ্রনাথ, গ্রীষ্মের বৈরাগ্য মুগ্ধ ছিলেন। মৌনী তাপস, স্বয়ং রুদ্র হলেন গ্রীষ্ম। কি তার ব্যাপ্তি! কি তার তেজ! বিশ্বমন্দিরে বাঘছালের আসনে এসে বসেছেন দিব্যকান্তি সাধক। শ্বাস বইছে সুষুম্নায়। মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছেন কুম্ভকে। তখন গাছের পাতা নড়ছে না। নৌকোর পাল ঝুলে পড়ছে। এই রুদ্রের কাছেই প্রার্থনা,

'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন–দানে।'

বিচিত্র এই যন্ত্রসভ্যতা। একদিকে বাড়িয়ে চলেছে উত্তাপ। অন্যদিকে তৈরি করেছে ঠান্ডাঘর। মানুষে আসছে নতুন বিভেদ। শীতল ঘরে বড়ো মানুষ। মানুষ, কিন্তু জাত আলাদা। আর খেটে খাওয়া ঘর্মাক্ত মানুষ। এক দল অসহিষ্ণু, অন্যদিকে সর্বংসহ। এই নিয়েই যত আন্দোলন, বিভেদ। ঠান্ডা আর ডান্ডা। উত্তাপই জীবন। শীতল ঘরের বন্দী মানুষ রেশম কীটের মতো বড়ো একা। নিজের ঐশ্বর্যের তন্তুতে আবদ্ধ। কোনো কবি তাদের কথা বলবেন না, কারণ জীবন ওখানে জীবন্মৃত। বরং কবি বলবেন,

'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের...

> বিচিত্র এই যন্ত্রসভ্যতা। একদিকে বাড়িয়ে চলেছে উত্তাপ। অন্যদিকে তৈরি করেছে ঠান্ডাঘর। মানুষে আসছে নতুন বিভেদ। শীতল ঘরে বড়ো মানুষ। মানুষ, কিন্তু জাত আলাদা। আর খেটে খাওয়া ঘর্মাক্ত মানুষ। এক দল অসহিষ্ণু, অন্যদিকে সর্বংসহ। এই নিয়েই যত আন্দোলন, বিভেদ।

> গ্রীষ্মকে চিনতে হলে রিক্ত হতে হবে। বিরক্ত হলে চলবে না। সহ্যের নাম গ্রীষ্ম

রবীন্দ্রনাথ জীবনে কর্ম আর ঘর্ম, দুটোকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। বোলপুরের প্রখর দারুণ অতি দগ্ধ দীপ্রদিনে তড়িৎব্যাজনী ত্যাগ করে গরমটাকেই উপভোগ করতেন। 'তপ্ত বোশেখে আকাশে বসে কে আগুন ফোয়ারা হানে?' রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করে থাকতেন, কখন আসবে কাঙ্খিত কালবৈশাখী। সৃষ্টির একপাশে বসে দেখতেন––

'ধূসরপাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে
ছুটে চলে চাষি
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি'...

গ্রীষ্মকে চিনতে হলে রিক্ত হতে হবে।
বিরক্ত হলে চলবে না।

সহ্যের নাম গ্রীষ্ম। এই শহর জীবনে গ্রীষ্মকে মনে হতে পারে মৌনী তাপস নয় তো দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক। কেবলই চাবকাচ্ছে। কারণ সভ্যতার সঙ্গে গ্রীষ্মের অহি–নকুল সম্পর্ক। গাছ নেই শুধু রাজপথে। বিশাল বিশাল বাড়ি। ধাতুর চাদর মোড়া শম্বুকগতি যানবাহন। ঠাসা মানুষ। টেরিলিন টেরিকটন। ধুলো–ধোঁয়া। দম বুঝি বন্ধ হয়ে আসে। এ হল মানুষের কেরামতি। নিজেদের কলে পড়ে নিজেরাই মৃতপ্রায়। শিল্প শহরে গ্রীষ্ম যেন নিপীড়ক। লোহার খাঁচা, ইটের স্তূপ, ব্লাস্ট ফার্নেসের আগুন, সিমেন্ট কারখানা, উত্তাপে বালি গলে কাচ হচ্ছে। লোহার গাড়ি লোহার লাইন ধরে ছুটছে। টেলিগ্রাফের তারে হতবাক শ্যামাপাখি। আমাদের চুল ধুলোয় পিঙ্গল বর্ণ। পিঠের জামা ঘামে ভেজা। মুখ পুড়ে বাদামী। দুচোখে জ্বালা। কারো কারোর মাথায় ছাতার ব্যর্থতা। এরই মাঝে সিগারেটে দমভর টান। মোগলাই খানাঘরে প্রভূত মশলা সহযোগে রামপাখির ঠ্যাং ধরে টানাটানি। বোতলের বুড়বুড়ি কাটা নরম পানীয়। প্রেক্ষাগৃহে বসে বসে দরবিগলিত ঘাম, পর্দায় বরফপ্রান্তরে নায়িকার নৃত্য। ময়দানের অন্ধকারে বাতাসভুক মানব–মানবী। পিছনে অন্ধকারে নিমজ্জিত খাসা শহর। কোলাঘাটে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ডিগবাজি। শেষ ট্রাম ধরে দমবন্ধ গলির, আটকাঠ বন্ধ আস্তানায় ফিরে আসা। একই ঘরে কয়েকজনের ঠাসাঠাসি। শুকনো কল। ঝাঁঝাল বাথরুম। এরই মধ্যে ক্যাসেটে বেগম আখতার। কোয়েলিয়া গান থামা এবার। উদ্দাম হরিনাম সংকীর্তণ। ভাড়াটে বাড়িওলার খণ্ডযুদ্ধ। কাংস চিৎকার। ছাপাখানার ধড়াস ধড়াস শব্দ। গ্রিল কারখানায় লোহাপেটাই। মাতালের মধ্যরাতের গান,

'সুরা পান করিনে আমি,
সুধা খাই মা তারা বলে
আমার মনমাতালে মেতেছে আজ
যত মদ–মাতালে মাতাল বলে!'

ছড়াস্ করে একটা শব্দ অতীত থেকে উঠে ক্রমে কানে বাজে। কলকাতার রাস্তা তখন জল দিয়ে ধোয়া হত। আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে হেদোর উলটোদিকে দাঁড়াতুম। আর তখনই কাণ্ডটা ঘটত। হোসপাইপের জল দিগ্বিদিক প্লাবিত। মাঝে মধ্যে আমরাও স্নাত হতাম। উত্তপ্ত রাস্তা জলে ভেজার সঙ্গে সঙ্গে শৈত্যের গন্ধ ছাড়ত। ভিজে রাস্তার মাথার উপর শহরের আকাশ হয়ে উঠত মন কেমন করা নীল। কোথা থেকে বেরিয়ে আসত রঙ–বেরঙের ফেরিওলার দল। কেউ হাঁকছে বেলফুল, কেউ হাঁকছে মালাই, গোলাপি রেউড়ি, হরিদাসের বুলবুল ভাজার ঘুঙুর পায়ে নাচ। বিখ্যাত শরবতের দোকানে লম্বা লাইন। ভ্যানিলা, আইসক্রিম, আমপোড়া, ডাবের শরবত। দেখতে দেখতে মুচমুচে পাঁপড় ভাজার মতো একটা দিন রাতের কোলে নেতিয়ে পড়ত। ফটফটে তারা ভাঙা চাঁদ। দূরাগত সানাই। গ্রীষ্মের বিবাহ। রজনীগন্ধার মালার তারিণী সুবাস। শোলার টোপরে অভ্রের কুচি। গ্রীষ্ম আর বর্ষা, এই তো আমাদের ঋতু। মুখচোরা শীত, ফিনকি বসন্ত ধর্তব্যেই আসে না। গ্রীষ্ম এক উদার প্রান্তর। দয়া, মায়া, সাধনা, নিষ্ঠুরতা মেশানো প্রখর এক ব্যক্তিত্ব। কত কাজ, কত কর্তব্য তাঁর। শীতে জরায় রিক্ত পত্র বৃক্ষশাখে সাজাতে হয় নবীন উদ্ভেদ। ফোটাতে হয় পদ্ম। সারাদিন জলকে বাষ্প করে চরাতে হয় মেঘের পাল। বাতাসকে উত্তপ্ত করে পৃথিবীর বুকে রচনা করতে হয় শূন্যতা, ছোটাতে হয় দামাল কালবৈশাখী। দখিনের জানালা খুলে বহাতে হয় দখিনা বাতাস। দুর্দম নিশ্চিত, নূতন নিষ্ঠুর নূতন। এ সবই তাঁর বিশেষণ।

'হে দুর্দম, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ
করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ প্রকাশ–
প্রণমি তোমারে'।

(শেষ)

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

কোচবিহার পড়াশোনায় অন্য জেলাকে টপকে যাচ্ছে

কোচবিহার জেলা অন্য জেলাকে টপকে যাচ্ছে পড়াশোনার বিষয়ে। গতবছরও কোচবিহার সদরের পাশাপাশি দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গা মহকুমা মাধ্যমিকে দশের তালিকার মধ্যে নাম রেখেছিল। এবছরও তাই করল। আশা করব আগামীদিনে সকলে আরও ভালো ফল করবে।

অনেকেই বলেন, মাধ্যমিকের খাতাগুলি ভালোভাবে দেখা হয় না। কারণ অতি কম সময়ের মধ্যে খাতা দেখতে বলা হয়। ফলে শিক্ষকেরা তাড়াহুড়ো করে খাতা দেখেন। আবার পরিচিত কাউকে দিয়েও নাকি দেখান। সেরকম হলেই ভয়। কিছু কিছু অভিভাবক দুঃখ করে বলেন, ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞানে এত কম পাবে আশা করিনি। যেমন আমার ছেলে গতবছর মাধ্যমিকে ওই বিষয়গুলিতে আশানুরূপ নম্বর পায়নি। গৃহশিক্ষকরা বলেছিলেন, আরটিআই করলে নম্বর বাড়বেই। কিন্তু আমি তা করিনি।আসলে শিক্ষকরা হলেন জাতির মেরুদণ্ড। তাই এখনও তাঁদের সঠিক বিচার এবং খাতা সঠিকভাবে দেখার উপর ভরসা করা যায়।

যাইহোক, কোচবিহার আগামীদিনে আরও আরও কৃতিত্ব দেখাবে এবং দেশের মধ্যে সেরা হবে। এই কামনা করছি।

রাজু সরখেল
বিএড কলেজপাড়া, শিবমন্দির।

২.

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েরা দারুণ ফল করেছে। অনেকে মেধাতালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এটা সত্যিই খুব গর্বের বিষয়। কিন্তু দেখা যায়, এইসব মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে। কোনো ভালো ছাত্র উত্তরবঙ্গে পড়তে পারছে না। কেন? এখানে পড়ার তেমন পরিকাঠামোটাই নেই। এই বিষয়টাতে তেমন নজর দেওয়া হচ্ছে না। এত কম বয়সে যদি সবাই বাড়ি ছেড়ে বাইরে চলে যায়, তবে বাড়ির অভিভাবকদের সঙ্গে দিনে দিনে দূরত্বও বেড়ে যাবে, যাচ্ছেও।

নন্দিনী নিয়োগী
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

ইতিহাস যেন না ভুলি

আমাদের দেশ তখন পরাধীন। ব্রিটিশ সরকারের কুখ্যাত রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়েছিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে। দিনটা ছিল ১৩ এপ্রিল ১৯১৯। জেনারেল ও' ডায়ারের নির্দেশে সহস্রাধিক নিরস্ত্র ভারতবাসীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সেদিন। ক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল গোটা দেশ। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেদিন কবিগুরু মানসিকভাবে অস্থির ছিলেন, যা শিল্পকর্মে পরবর্তীতে রূপ দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। রবীন্দ্রনাথের অস্থির পদচারণার ছবি এঁকেছিলেন তিনি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যার প্রাক শতবর্ষ প্রায় নীরবেই অতিক্রান্ত হল। আমাদের রাজ্যেও কি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ করা হবে না? না হলে তো ইতিহাসকে অবমাননা করা হবে, অসম্মান করা হবে রবীন্দ্রনাথকেও।

সামিম আখতার বানু, সোনাবাড়ি, মিরুয়াল।

প্রণব দলীয় শাসনে আবদ্ধ না হয়েও প্রাসঙ্গিক

গত ৯ জুন প্রকাশিত 'সত্যের আয়না' শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই চিঠি। আরএসএসের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হয়ে ভারতীয় রাজনীতির চাণক্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় নাগপুরে সংঘের চক্রব্যূহে পা ফেলে কতটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন সেই প্রশ্নের উত্তর হয়তো কোনোদিন জানা যাবে না। তবে প্রণববাবু নিজে স্বীকার করেছেন, তিনি এখন আর দলীয় শাসনে আবদ্ধ নন। ফলে তাঁর অন্তরাত্মা তাঁকে যা বলছে, তিনি তাই করছেন। দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন নিবিড় ও ওতপ্রোতভাবে। একদা কংগ্রেসের এই কূটনীতিপ্রসিদ্ধ নেতা সংঘ দরবারে কী বলেন, তা নিয়ে নিরন্তর স্নায়ুর চাপে ভুগছিলেন বর্তমান কংগ্রেস নেতারা। যে হেডগেওয়ারের ধ্যানজ্ঞান ছিল 'হিন্দুস্তান হিন্দুদের জন্য', তাঁকে ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে অভিহিত করায় প্রণববাবুর সহিষ্ণুতার বার্তা ঢাকা পড়েছে দ্বিচারিতার আবরণে।

প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সংঘের আতিথ্যের আতিশয্য দেখানোর মধ্যে সম্ভবত গোটাটাই ছিল আরএসএসের স্ট্র্যাটেজি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সৌন্দর্যের রূপকটি নিদারুণভাবে প্রকটিত হয়েছে মোহন ভাগবতের ভাষণে। যদিও বাস্তব ভিন্ন কথা বলে। দীর্ঘদিন ধরে জীবিত উজ্জ্বল ভাবমূর্তির সন্ধান করেছে আরএসএস। এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে প্রণব মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের কাছে আদর্শ ব্যক্তিত্ব। প্রণবের সাহচর্যে মোহন ভাগবত নরম হিন্দুত্বের বাণী ছড়িয়ে দিতে কসুর করেননি।

ভারত থেকে বিদ্বেষ বিষনাশ ও বহুত্ববাদের গরিমা শোনাতে সংঘ পরিবারে যেতে হল কেন প্রণববাবুকে? এরকম বাণী তো তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অহরহ দিয়েছেন। নতুন করে বলার মধ্যে অন্য উদ্দেশ্য নিহিত আছে কিনা, তা ভবিষ্যৎই বলবে। এ নিয়ে শর্মিষ্ঠা ও অভিজিতের উদ্‌বেগও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সংঘ পরিবারে তাঁর প্রদেয় ভাষণ লোকে একদিন ভুলে যাবে, রয়ে যাবে তাঁর অমলিন ছবি। সেই ছবি দিয়ে প্রতারিত হবে দেশ–এ আশঙ্কা শুধু শর্মিষ্ঠার একার নয়, এ আশঙ্কা বিজেপি বিরোধী শিবিরেও।

পীরজাদা খোন্দকার মণিরুল হক
টাকাগাছ, মাজার শরিফ, কোচবিহার।

অবহেলিত গলি

জলপাইগুড়ি পুরসভার অন্তর্গত ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের জলনিকাশি ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এই ওয়ার্ডের সুভাষলেনের (বাতাসা গলি) ড্রেনগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। নোংরা জমে জমে ড্রেন ভরতি হয়ে আছে। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় এবং বাড়িতে জল উঠে যাচ্ছে। এই ওয়ার্ডের কমিশনার মহাশয়কে অনেকবার মৌখিকভাবে বলা হয়েছে, কিন্তু কাজ হয়নি।

মাননীয় পুরপতির কাছে অনুরোধ, তিনি বা তাঁর প্রতিনিধি পর্যবেক্ষণ করে এই ওয়ার্ডের জলনিকাশির ব্যবস্থা করে দিলে আমাদের সুভাষলেনের বাসিন্দারা উপকৃত হবেন এবং পুরপতির কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

ফটিকচন্দ্র মণ্ডল

শিলিগুড়িতে যানজট সমস্যা, প্রশাসন দেখুন

যানজটে জেরবার শিলিগুড়ি। বাস, অটো, টোটো, রিকশা, মোটর সাইকেল–প্রতিদিনের যানজটে অতিষ্ঠ শিলিগুড়ির মানুষ। যানজটের মূল কারণগুলি হল–

১. রাস্তা চুরি হয়ে গিয়েছে। ফুটপাথ দখল হয়ে ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়েছে। ওয়ানওয়ে রাস্তা তার উপর বর্তমানে ট্রাফিক পুলিশ হিলকার্ট রোডের উপর ডিভাইডার বসিয়ে ফোরলেন করেছে। যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

২. প্রতিদিন কম করেও ১৬০০০ টোটো শিলিগুড়ির রাস্তা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। লাইসেন্স নেই। নির্দিষ্ট কোনো রুট না থাকায় নিজের ইচ্ছামতো টোটোওয়ালারা লোক ওঠাচ্ছে, নামাচ্ছে। মহাবীরস্থান কালীমন্দিরের পাশে রাস্তা দখল করে টোটো স্ট্যান্ড গড়ে উঠেছে।

৩. ১নম্বর রেলগেট প্রতিদিন ভয়ংকর যানজটের মধ্যে পড়ে। কারণ বিবেকানন্দ রোডে দাঁড়িয়ে থাকে টোটো, মালবাহী ট্রাক।

৪. হাসপাতালের সামনে বাইক স্ট্যান্ড রয়েছে। রয়েছে দোকান।

৫. ভেনাস মোড়ে বর্তমানে দোকান গড়ে উঠেছে। ফলে উড়ালপুল পর্যন্ত জ্যাম হয়ে থাকে।

৬. হিলকার্ট রোড ও সেবক রোডের দুপাশে রয়েছে কর্পোরেশনের কার পার্কিং।

যান সমস্যায় জেরবার শিলিগুড়ি। প্রশাসন কিংবা নেতা মন্ত্রীদের কি এরপরও ঘুম ভাঙবে না? শিলিগুড়ির ফুটপাথ, কোর্টমোড়, হাসপাতাল মোড়, মহাবীরস্থান প্রভৃতি এলাকায় রাস্তা দখল হয়ে গিয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।

বিমল বণিক
পঃ ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই–মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

বিরোধিতা

গত ৫ জুন সুজয় সরকার লিখেছেন, 'অবহেলা করবেন না ফার্মাসিস্টদের'। তিনি ফার্মাসিস্টদের রোগী দেখাকে সমর্থন করেছেন। আমি ফার্মাসিস্টদের রোগী দেখার তীব্র বিরোধিতা করছি। একজন শিক্ষিত দায়িত্ববান নাগরিক কখনোই সজ্ঞানে দেশের আইন অমান্য করতে পারেন না। আইনত ফার্মাসিস্টরা কখনোই রোগী দেখতে পারেন না।

মণীন্দ্রনাথ বর্মন
কংগ্রেসপাড়া, জলপাইগুড়ি।